

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Title: Title

Signature: Author

Identity: Link Id

Destiny: Lecturer Or Speaker

- ফাতিমা শেখ (Fatima Sheikh)
- বিলকিস বানু (Bilkis Bano)
- সাবিত্রীবাই ফুলে (Savitribai Phule)
- জুনায়েদ (Junaid)
- নাসির (Nasir)

- মানসিক বিকলাঙ্গ
- মানসিক ক্রিমিনাল
- মেন্টাল ক্রিমিনাল
- মানসিক গোলাম
- হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী
- জাতিবাদী আতঙ্কি
- জাতিবাদী সম্ভ্রাসী
- মনুবাদী
- ব্রাহ্মণবাদী
- ভগবানধারী
- দেবতাধারী
- চাতুর্বর্ণ্যবাদী
- ফাফরবাজি

- বজরং মুনি (Bajrang Muni - Hindutva Extremist)
- কালপিট গোরক্ষক মনু মনেশ্বর (Monu Manesar)

Title: Brahmin is not a caste it is a Vedic religion in itself (Part - 3)

Signature: VIZaY0tGWnRmM3NvVm0xOGYzZDZPSE09

Identity: T1RoV0wxbzdiR054TXpKMQ

Destiny: Um5Rd0lsUmpiR2R3Wm5SaklrMTNiMIJxWXpKMA

|-----|Start Main Topic|-----|

2 - 00:04 - হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ নিজেকে সুপারম্যান বলে থাকে। এমনকি দেবতা, ভগবান, ঈশ্বরের চাইতে বড় বলে থাকে। হিন্দু ধর্ম আসলেই কি ধর্মের সংজ্ঞা অনুসারে কোন ধর্ম? যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এই ধর্মের মতো কি হিন্দু ধর্ম আসলেই কি একটা ধর্ম?

8 - 00:41 - এক কথায় বলা যায়, ইতিহাসে হিন্দু ধর্মের কথা উল্লেখ নেই। আসলে বাস্তবতা এই যে, একদিকে যদি সমস্ত বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের রাখা হয় আর অন্যপক্ষে অন্য সমস্ত লোকদের রাখা হয়, তবে এই সমস্ত লোকদের মিলিত ভাবে হিন্দু বলা যায়।

11 - 01:01 - আর জাতি ব্যবস্থা - হিন্দু গোষ্ঠী বা সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব। আর সেই অর্থে বলতে গেলে ব্রাহ্মণদের ভিতরে কোনো জাতি ব্যবস্থা নেই। ব্রাহ্মণের ভিতরে একটিও জাতি নেই। ব্রাহ্মণ একটি বৈদিক ধর্ম। আর এই বৈদিকেরা বাকি সব মানুষকে গোলাম বানানোর জন্য গোলামদের জন্য আলাদা একটি শ্রেণী বানিয়েছে যাকে বলা হয় হিন্দু ধর্ম।

15 - 01:30 - আর এর ভিতরেও অনেক কিছু বোঝার আছে। আর এইসব বুঝতে গেলে আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ধর্ম বলতে কি বোঝায়। মূলত তিনটি বিষয়ের উপর - ধর্ম নির্ভরশীল। এর ভিতর প্রথমটি হলো - যে সমস্ত পুরোনো প্রশ্ন আছে। এগুলোকে মুখ্য প্রশ্ন বলা যায়। যেমন আমি কে।

18 - 01:46 - আমি কোথা থেকে এসেছি, এই বিশ্ব কিভাবে তৈরী হয়েছে, বর্তমান বা ভবিষ্যতে এই বিশ্ব বা পৃথিবীর কি

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

হবে, কে এই পৃথিবীর প্রতিপালন করে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সকল ধর্মই বলা আছে। যেমন ইসলাম ধর্ম হোক, খ্রিস্টান ধর্ম হোক, ইহুদি হোক, পারসী হোক, এই সব ধর্মে – এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

21 - 02:07 - দ্বিতীয়টি হলো - আমি কার ইবাদত করবো, কার উপাসনা করবো বা কার পূজা করবো। আর কিভাবে করবো। আর সেই ধর্মের পথ প্রদর্শক বা ধর্ম প্রচারক কে? আর কোন ধর্ম, আমি কিসের জন্য পালন করবো? মুক্তির জন্য করবো, নাকি পরিত্রাণের জন্য করবো, স্বর্গ পাওয়ার আশায় করবো, নাকি অন্য কোন কিছু জন্য করবো? আর এসব করলে আমার কি লাভ হবে। আর সৃষ্টিকর্তা কে। আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে। এই হলো দ্বিতীয় বিষয়।

24 - 02:34 - আর তৃতীয় যে বিষয় - তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হল আমরা জন্মের পর কি করবো। বিয়ের সময় কি করবো। মৃত্যুর পর আমরা কি করবো। আমরা কোন জিনিসগুলোকে ভালো বলে মানবো, আর কোন জিনিস গুলোকে মন্দ বা খারাপ বলে মানবো। আমরা রাস্তায় কি করবো, মাঠে কি করবো, ক্ষেতে কি করবো।

27 - 02:53 - শস্যা হলে কি করবে? এই সমস্ত কিছুর উত্তর ধর্মগ্রন্থে থাকে। প্রতিনিয়ত আমাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার কেমন হবে তা ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ থাকে।

30 - 03:13 - আমাদের বাপ দাদা যা কিছু করেছে, যে আচার অনুষ্ঠান পালন করেছে, আমাদেরকেও তাই মেনে চলা উচিত। আর এটাও এক রকমের ধর্ম। যেমন ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য, বংশ পরম্পরা। আর হিন্দু বৈদিকেরা তৃতীয় বিষয়টাকে আয়ত্তে নিয়েছে। এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছে। এখন আপনি যদি জানতে চান অতীতে ভারতীয় ধর্ম কি? তবে তার উত্তর হবে, তা হিন্দু না।

35 - 03:52 - অতীত ভারতীয় ধর্ম নয়টি। যাকে নয় দর্শন বলা হয়। এই নয় দর্শনের ভিতর ছয়টি দর্শনই নাস্তিক। এখানে নাস্তিক বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা জারুরী। এখন যেমন সৃষ্টিকর্তাকে যারা মানে না, তাদেরকে নাস্তিক বলে, তখনকার মত অনুসারে যারা বেদে বিশ্বাস করতো না তাদেরকে নাস্তিক বলা হতো।

39 - 04:19 - এখন আমরা যেমন বুঝি যে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে মানে সে আস্তিক আর যে মানে না সে নাস্তিক। এমনটা শুরুতে ছিল না। এখানে যে দর্শন ছিল, তা আবার দুইটা বিষয় নিয়ে বলে, তার মধ্যে একটি হল পৃথিবী সৃষ্টি কীভাবে হলো। মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হলো। এর পর কী ঘটবে। এবং একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে সাধনা করবে, যাতে তার জীবনে উন্নতি হয়। উন্নত মানুষে পরিণত হতে পারে।

43 - 04:45 - যেমন ন্যায়, যোগ। এদের ভিতর ছিল বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, আজীবক। এই সমস্ত দর্শনই নাস্তিক ছিল। তাহলে দেখা যায় ভারতীয় দর্শন নাস্তিক ছিল। তাহলে যাদেরকে হিন্দু বলে, হিন্দু ধর্ম বলে তা তো নাস্তিক।

46 - 05:12 - দুই হাজার আটশ বছর আগে জৈন ধর্মে মহাবীর বলেছে যে, এই বিশ্ব ভৌতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করার জন্য, পরিচালনা করার জন্য, বা ধ্বংস করার জন্য কোন দেবতা, ভগবান বা ঈশ্বরের বা পরমেশ্বরের আবশ্যকতা নেই।

49 - 05:33 - আর এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জৈন বিজ্ঞান শুরু হয়েছে। অপর দিকে বৈদিকেরা তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করে। তারা শুধু বিজ্ঞানের সুযোগ, সুবিধা নেবে; কিন্তু বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করবে। তারা ল্যাপটপ চালাবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে, ফেক নিউজ ছড়ানো, দাঙ্গা ফ্যাসাদ করার জন্য অপপ্রচার করবে। কিন্তু বলবে এসব তো সত্য না, এসব তো বিজ্ঞান না। সত্য তো ওইটা, বিজ্ঞান তো ওইটা; বিজ্ঞান তো শুধুমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র, ওম ভূর ভু স্বঃ।

54 - 06:04 - তারা বলবে যা কেউ পড়তে পারে না, যা কেউ বোঝে না, সেই বেদে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান পড়ে আছে। যদি সত্যিই তাতে কোন জ্ঞান বা বিজ্ঞান পড়ে থাকে তাহলে আমি কি তা পড়তে পারবো? কারণ বেদ তো সাধনার মানুষের জন্য পড়া নিষিদ্ধ। আর ব্রাহ্মণ তো পড়েনা, কারণ তাদের তা পড়ার দরকার পড়েনা। আর কখনো প্রয়োজন ছিলো না। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে লাখে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর, যে সঠিকভাবে বৈদিক ব্যাকরণ জ্ঞান আছে, বা জানে ও বোঝে। এক লাখে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের কাছে এর কোন প্রয়োজনই নেই, বা কখনো ছিল।

61 - 06:46 - যেমন হে ঈশ্বর, আমাকে এমন শক্তি দাও যেন, আমি শত্রুর নারীদের, মহিলাদের ধরে আনতে পারি, বন্দি করে আনতে পারি। যাতে তাদের সম্মান নষ্ট করতে পারি, তাদের সাথে বিয়ে করতে পারি। আর তা না হলে তাদেরকে বলৎকার করতে পারি। হে ইন্দ্র, আমাকে এমন শক্তি দাও, যেন আমি ছোট ছোট বাচ্চা শত্রুদেরকে বন্দি করে আনতে পারি এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারি, দাস বানাতে পারি।

64 - 07:05 - হে ঈশ্বর, আমাকে এতো শক্তি দাও, যেন আমি শত্রুর ধন-সম্পদ, জান-মাল সব কিছু লুট করে নিতে পারি।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

এইসব প্রার্থনা বা শ্লোকে ঋগ্বেদে ভরা। তাহলে ঋগ্বেদের শ্লোক অনুসারে বলা যায়, এই সব বেদ যারা মানে তারা ধূর্ত, চোর, ডাকাতের দল।

68 - 07:30 - চার্বাক স্পষ্ট ভাবে বলেছে, ভদ্ভ, ধূর্ত আর নিশাচর লোক তিন বেদ সৃষ্টি করেছে। এখানে একটা কথা বলা অনেক জরুরী, বেদ তিনটি হয়, চারটি না।

71 - 07:50 - বেদ তিনটি হয়। অথর্ববেদ শূদ্রের বেদ। কেননা অথর্ববেদে যন্ত্র শাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে শিল্প শাস্ত্র নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে আয়ুর্বেদ নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে কৃষি কার্য নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে ঔষধি শাস্ত্র নিয়ে বলা হয়েছে।

74 - 08:09 - আর অথর্ববেদের সৃষ্টিও হয়েছে শূদ্রদের মাধ্যমে। আর এর জন্য, কোন ব্রাহ্মণ যদি রিসার্চ পেপার তৈরী করে; তাহলে তাকে জাতি ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

76 - 08:24 - অথর্ববেদের উপর ব্রাহ্মণের সমীক্ষা বা রিসার্চ করার নির্দেশ নেই। দ্বিতীয়ত, পুরাণ শুদ্ররা লিখেছে। যেমন রামায়ণ মূলত পুরাণের অংশ। অনেক হিন্দু এটা জানে না যে রামায়ণ পুরাণের ভাগ। মহাভারত পুরাণের অংশ। তো রামায়ণ কে লিখেছে? বান্দীকি রামায়ণ লিখেছে। বান্দীকি কি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল? [-08:58 To 09:03-] অথর্ববেদের লেখক পরাশর।

82 - 09:08 - [-09:08 To 09:10-] মহাভারতের লেখক ব্যাস। আর ব্যাসের তো পরাশর আর মৎস্যগন্ধার অনৈতিক সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয়া অতি শুদ্র, চন্ডাল। যার অর্থ, কাব্য বা কবিতা থেকেই এই সব সাহিত্যের লেখা বা সৃষ্টি হয়েছে। আর বৈদিকেরা এই সাহিত্যকেই তাদের হাতিয়ার করেছে।

86 - 09:30 - কারণ কাব্য ও কবিতায়, মারাত্মক ভাবে একটা জিনিস থাকে, আর তা হলো কবিতা খুব সহজে মানুষের হৃদয় দখল করে নিতে পারে, মানুষের মনের দখল নিতে পারে। কাব্য বা কবিতার কথায় রোমান্টিসিজম আসে। কাব্য বা কবিতার কথায় রোমান্টিসিজম আসে, আর মানুষের মনের দখল তাদের হাতে থাকায়, এইসব কাব্য সাহিত্য, যখন যা ইচ্ছা বা যখন যা প্রয়োজন তা বদলিয়ে তাদের মতো করে বলে। যার ফলে এই সব কাব্য তাদের কাছে মস্ত বড়ো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, আর আমাদেরকে গোলাম বানায়।

90 - 09:52 - বেদে আমাদের গোলাম বানাতে পারে না, কারণ; আমরা বেদ পড়তে পারি না। উপনিষদ পড়তে পারি না। আমাদের গোলামীর কারণ পুরাণ। গোলামীর কারণ হেমাঙ্গি।

93 - 10:06 - ভারতে যখন রাজার আমল শেষ হয়ে, মুসলিম শাসন শুরু হয়। তখন হিন্দু রাজা কম হয়ে আসায়, যজ্ঞ করারও কম হয়ে আসে। আর যজ্ঞ কম হলে, ব্রাহ্মণদের জীবিকা উপার্জনও কমে হয়ে আসে। শাস্ত্রের এক জায়গায় লেখা আছে যে, একবার যজ্ঞ করার মতো কেউ না থাকায়, বিশ্বামিত্র আর্থিক ভাবে প্রচণ্ড দুরবস্থায় পড়ে। এতটাই দুরবস্থা যে তাকে, কুকুরের মুখের থেকে খাবার নিয়ে খেতে হয়েছে।

99 - 10:45 - দ্বাদশ শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণ লিখেছেন যে, এখানে রাজা নেই, যজ্ঞ করার মতো কেউ নেই। আর সে না খেয়ে খেয়ে, শুকিয়ে খড়ি কাঠের মতো হয়ে গিয়েছি। আমি মরে যাবো, আমি এখন যেকোন কিছু খেতে পারি।

102 - 11:06 - এরপর হেমাঙ্গি-চতুর্বর্গ চিন্তামণি লিখেছে। এর যে বেস বা ফাউন্ডেশন তা হলো পুরাণ। যখন রাজাও থাকবে না, যখন কেউ যজ্ঞ করবে না, তখন ব্রাহ্মণ বা বৈদিকের শূদ্রের বাড়িতে গিয়ে পূজা করার অনুমতি আছে। সে এমনভাবে শূদ্রকে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য চার হাজার অনুমতি বা লুটনামা বা ব্রত বা সংকল্প লিখেছে।

106 - 11:33 - চতুর্বর্গ চিন্তামণি রচনার মাধ্যমেই আমাদের গোলামির শুরু। কিন্তু আমাদেরকে ছলচাতুরি, ধোঁকাবাজি, ধরে-বেঁধে গোলামি বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয়েছে চতুর্বর্গ চিন্তামণি মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিষয় হল হিন্দুধর্ম এই অর্থে ধর্ম না। এতো নয় দর্শনের মিশ্র ভেজ। মিশ্র ভেজের ভিতরে কি কি আছে তা বোঝা যায় না। হিন্দু ধর্ম এমনই এক মিশ্র ভেজ।

111 - 12:07 - আর এই মিশ্র ভেজের চক্রর এমনি এক চক্রর যে, আপনি যদি বলেন আমার কাছে এই বিষয়টা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না, বা আমার কাছে এই জিনিসটা ঠিক লাগছে না। আপনার পাশের জন বলবে, হ্যাঁ এইটা ঠিক না, এইটা কিন্তু ঠিক। আবার কেউ যদি বলে, এইটা ঠিক না। তাহলে তারা বলবে; ঠিক আছে - এইটা ঠিক না, কিন্তু এইটা ঠিক আছে।

116 - 12:30 - যদি আপনি মনুষ্মতি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর মনুষ্মতি শুধু একটি নয়, যাগবল্ল্য স্মৃতি, বশিষ্ঠ স্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, অত্রি স্মৃতি, আশ্বলায়ন সূত্র সব একই কথা বলেছে। ডঃ ভীমরাও আশ্বদকর শুধু মনুষ্মতি জালিয়েছে

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

বলে সবাই, মনুষ্যত্বের কথায় জানে।

119 - 12:46 - যে মনুষ্যত্বকে সাথে নিয়ে চলতে চাই, সেও মনুষ্যত্ব পড়ে না। আবার যে মনুষ্যত্ব জ্বালিয়ে দেয় সেও পড়ে না। আর মনুষ্যত্বতে এমন অনেক বিধান আছে যা পরস্পর বিরোধী। আর মনুষ্যত্বতে এমন অনেক বিধান আছে যা পরস্পর বিরোধী। বহু স্টেটমেন্ট পরস্পর বিরোধী।

122 - 13:02 - একই স্টেটমেন্ট আছে যার বিরোধী কোন স্টেটমেন্ট নেই, আর তাহলো - বেশি খেলে মানুষের অসুস্থ হয়। এর বিরুদ্ধে কোন স্টেটমেন্ট নেই। এক জায়গায় লেখা আছে -

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহত

মনু সংহিতা - ৯/৩

(Na sthree swathanthryam arhati)

আবার লেখা আছে -

যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।

মনু সংহিতা - ৩/৫৬

126 - 13:22 - ভারতবর্ষের মূলনিবাসীকে গোলাম বানানোর জন্যই এসব আশ্বিগুটি বা কনফিউশন তৈরী করে। আর হিন্দু ধর্ম কোন ধর্ম না, এরা কাউকে এটা বুঝতে দেয় না। কেননা যে কোন ধর্মের, ধর্মগ্রন্থ থাকে। অপর দিকে হিন্দু ধর্মের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। কেউ কেউ বলবে, বেদ আমাদের ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ সকল মানুষের পড়ার অধিকার না থাকলে তা ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না।

131 - 13:51 - আবার কেউ কেউ বলবে, গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থ। গীতা ধর্মগ্রন্থ, এই কথা কোন পুরণে, কোন বেদে, কোন উপনিষদের কোথাও বলেনি। গীতা ধর্মগ্রন্থ, এই কথার কোন মান্যতা নেই। আসলে গীতার উপরে মানুষের অন্ধবিশ্বাসই বেশি।

133 - 14:06 - গীতা কতগুলো? ৭০০ শ্লোক। এই ৭০০ শ্লোকের ভিতরে, প্রথমেই ষাট শ্লোকে; কে লড়াই করছে, কোথায় লড়াই করছে, কে কি শঙ্খ বাজাচ্ছে, আর কে কি করছে এইসবই বলা আছে। এর ভিতরে তো মানুষ মারা আর লড়াই করা ছাড়া আর কোন ফিলোসোফি নেই।

136 - 14:25 - এর পরের ছয় অধ্যায় তো, প্রথম দিকের শ্লোকের সাথে মিল খায় না। এমন কি গীতার মূল কথার সাথেও মিল খায় না। তাহলে এমন কোন গ্রন্থকে, ধর্মগ্রন্থ বলা যায় না।

138 - 14:41 - ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? আমাদের প্রাত্যহিক জীবন কেমন হবে, কি করতে হবে, কি করা যাবে না, তা বলা হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে বলবে। আর এইসব বলা হয় কোথায়? ধর্মগ্রন্থে। কোন গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ হতে হলে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে। গীতাতে কি এই বিষয়গুলো আছে? গীতাতে এই বিষয়গুলো নেই। মহাভারতেও নেই, রামায়ণের নেই, বেদেও নেই। যার অর্থ হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই।

146 - 15:28 - যেমন বাইবেল। মানুষ কিভাবে এসেছে, ঈশ্বর কে, মানুষের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, কি করা উচিত, কি করা উচিত না, এই সব বাইবেলে লেখা আছে। বাইবেলের দুই ভাগ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, আর নিউ টেস্টামেন্ট। সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে, মানুষের আচার ব্যবহার সম্পর্কে, ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা আছে। মুসলিম, ইহুদি তাদের লিখিত ধর্মগ্রন্থ আছে। মুসলিম, ইহুদি তাদের লিখিত ধর্মগ্রন্থ আছে। মুসলমানদের জন্য যেমন কোরআন শরীফ। বৌদ্ধদের ত্রিপিটক। ইহুদিদের তাওরাত/তোরাহ বা তানাখ। হিব্রু বাইবেলকে ইহুদিরা তানাখ বলে। গ্রন্থটির তিনটি অংশের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে তানাখ শব্দটি গঠিত - তোরাহ, নবিইম, কেতুবিম। আরো মজার বিষয় হচ্ছে, তোরাহ আক্ষরিক অর্থ শিক্ষা। আর মানুষ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। আর হিন্দুদের বেদ শব্দের অর্থ কি? বেদ সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। আর তোরাহ শব্দের অর্থ শিক্ষা। তোরাহ বা পঞ্চপুস্তক। আবার বেদ ও একাধিক ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। কোন কারচুপি ধরতে পারছেন? তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মত অনুসারে, হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থকে, ধর্মগ্রন্থ বলবেন?

156 - 16:26 - ভারতবর্ষে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে রাম নাম, কমন। আর তারা বলে দশরথের পুত্রের নাম অনুসারে, এই রাম নাম এসেছে। যদি মুহূর্তের জন্য মেনেও নেই যে, আমি আমার ছেলের নাম এই জন্যে রাম রেখেছি, কারণ রাম ভালো ছিল। তাহলে দশরথ কোন রামকে দেখেছিল, যে তার ছেলের নাম রাম রেখেছিল?

161 - 16:56 - কৌশল্যা একজন কালো মহিলা ছিল। আর কালো মহিলাকে রামা বলা হতো। কালো জমিকেও রামা বলে।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

আর রামা যে সন্তান জন্ম দেয় তাকে রাম বলতো। তো কৌশল্যা কালো ছিল, রাম কালো ছিল। সে কালো ছিল তাই তাকে রাম বলা হতো। আর হিন্দু সমাজ এখন যা চাচ্ছে তাহল, এই পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে। এই বিশ্বকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গ হচ্ছে, অন্ধবিশ্বাসের সুড়ঙ্গ।

166 - 17:33 - শ্রদ্ধা আর অন্ধশ্রদ্ধার ভিতরে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু বিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাসের ভিতরে অনেক পার্থক্য। আবার শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের ভিতরে অনেক ব্যাবধান। কেননা শ্রদ্ধা করতে কোন প্রমান লাগে না। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমিকে আমি দেখিনি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাসকে আমি দেখিনি, কিন্তু তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাদেরকে শ্রদ্ধা করার জন্য কোন প্রমান দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তারা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিল এটা বিশ্বাস করার জন্য অবশ্যই প্রমানের দরকার আছে।

171 - 17:58 - তো শ্রদ্ধা ঠাণ্ডা এর যে জাল বিছিয়েছে, এর পরিণতি ভয়ঙ্কর। আর এর থেকে মুক্তি খুব সহজ একটা পথ আছে। আর ভারতবর্ষের মূলনিবাসী এই পথ অনুসরণ করলে এইসব ভন্ড ভগবানধারীদের কাছ থেকে, হাজার বছরের গোলামি থেকে মুক্তি পাবে। আর সেই পথ হলো - প্রশ্ন করা। তাহলে তাদের ঠগাতি, ধর্মের নাম ধান্দাবাজি মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

175 - 18:21 - যেমন গরু বা গাই অনেক পবিত্র। তাহলে যাড় কি? যে গাই-কে মারবে, তারা তাকে মেরে ফেলবে। মব-লিনচিং তো তার গাই-কে নিয়ে করে। ভাগওয়াধারী বাবা ধাবা, ঢোল তবলা, ধর্মের আফিম খেয়ে ধর্মান্ধ হয়ে কেউ বলবে, গাই একমাত্র পশু, যে অক্সিজেন নেয়, আবার অক্সিজেনই ছাড়ে। কেননা ভগবানের বানানো পশু না। যদি গাই ভগবানের বানানো পশু হয়, তাহলে মহিষ কি রাবণ বানিয়েছে?

180 - 18:52 - তাহলে কি সমস্ত প্রাণীকে ভগবান তৈরী করেনি? দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, গাই যদি অক্সিজেন নেয়, আবার অক্সিজেনই ছাড়ে। তাহলে অক্সিজেন কেন নেয়? অক্সিজেন নেয়ার প্রয়োজন কি? তার ভিতরে তো অক্সিজেন আছে-ই। ওর মূত্রে এতো পরিমানে গুণ আর উপকারিতা যে, গোমূত্রে ক্যান্সারের মতো বহু দুরারোগ্য অসুখ ঠিক হয়ে যায়। তাহলে গাই বা গরুর ক্যান্সার হয় কেন?

184 - 19:18 - আর একটা বিষয় হলো - এটা কে প্রমান করেছে যে, গো-মূত্রে যা আছে, কিন্তু মহিষের মূত্রে নেই? আর গাই, মহিষের চাইতে বেশি পবিত্র, ভালো মানুষ, দুঃখিত ভালো পশু, ভগবানের একমাত্র সৃষ্টি। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কথা বলা, আলোচনা করাও পাপ মনে করা হয়। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের অনেক প্রভাব ছিল তখন, বৈদিক ব্রাহ্মণের সভাতে একমত হয় যে - এরপর থেকে তারা আর গরু মারবে না।

190 - 19:55 - শুরুর যজুর্বেদে লেখা আছে, অন্য ব্রাহ্মণরা যাই বলুক। সুন্দর আর মাংসল বাছুর পাই, তবে আমি না খেয়ে থাকতে পারব না। গাই ব্রাহ্মণকে দান হিসেবে দেওয়া হতো।

196 - 20:31 - যজ্ঞ সংস্কৃতিতে গরু, বাছুর, ছাগল, ঘোড়াকে হত্যা করার বিধি আছে না? গাই ব্রাহ্মণদের দান করে দিত কারণ, যে সমস্ত গাই দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিত, সেই সব গাই, ব্রাহ্মণদের দান হিসেবে দিয়ে দিতো। যাদের যাদের কাছে চাষ করার মতো জমি ছিল না, তাদের কাছে কোন গাই থাকলে তা ব্রাহ্মণকে দান হিসেবে দিয়ে দিতো।

198 - 20:43 - আর আজ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বলে গাইকে মারা ঠিক না তারা গাই পবিত্র, গাইয়ের পেটে ভগবান থেকে, আগারা, বাগরা, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ওই সমস্ত লোক ছোট একটা কোথায় জানে না যে, গরুর দুধ কোথার থেকে আসে, আর গোবর কোথায় থাকে। কখনো দেখেইনি, আর দেখার চেষ্টাও করেনি।

202 - 21:03 - আর এভাবেই এরা প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করে যাচ্ছে, ফাঁসিয়ে যাচ্ছে, ফাঁদে ফেলছে। আর একটি মাত্র জিনিসই এর থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে, আর তা হলো - তাহেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। এর ভিতরে আরও একটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি গাই পবিত্র হয়, তাকে মারা ঠিক না হয়, তাহলে তো আজকের দিনে কোন মানুষ থাকতো না, কোন প্রকারের পশু থাকতো না, কোন বাঘ থাকতো না, কোন সিংহ থাকতো না। চারিদিকে শুধু গাই আর গাই থাকতো।

207 - 21:38 - আর যে সমস্ত গাই ব্রাহ্মণকে দান করা হতো, সেই সমস্ত গাইয়ের কি হতো? বেদ স্বাক্ষরী, ব্রাহ্মণকে দান করা এই সমস্ত গাইকে তারা কতটা নৃশংস ভাবে হত্যা করতো। যজ্ঞতে হাতিয়ার দিয়ে পশুকে হত্যা করা নিষেধ। প্রথমে তাকে বাধা হতো, তারপর লাথি এবং কিল, ঘুষি মেরে ওই পশুকে হত্যা করা হতো।

213 - 22:15 - যজ্ঞে যে পশু হত্যা করতো, সে তো কোন মানবীয় ব্যবহার করতো না। আর গাইয়ের জন্য, মানুষকে যারা হত্যা করে আসছে, সেও অমানবিক, অমানুষ। তাহলে এই ভারতবর্ষের পরম্পরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক দিকে মানবীয় মানুষ যারা এই সমস্ত অমানুষের হাতে হত্যা হচ্ছে। আর অমানবীয় মানুষ যারা, হত্যা করছে।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

216 - 22:37 - আর এমনটা আজকের দিনে হচ্ছে তা তো নয়। এর পূর্বেও হাজার বছর ধরে এমন হয়ে আসছে। পূর্বের বৌদ্ধদের সাথেও হয়েছে। চার্বাক কেও এরা হত্যা করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে বশ্বেশ্বরকে হত্যা করা হয়েছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে তুকারাম কে হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে এতো হত্যা - যজ্ঞের পরম্পরা। যে পড়াশুনা করে প্রশ্ন ওঠায়, প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে, বুঝতে শেখে এবং প্রশ্ন করা শুরু করে, তাকে হত্যা করতে হবে; এমন কথা প্রচার করা বৈদিকের আলাদা একটা ধর্ম। আর যাদেকে হিন্দু বলা হয়, তাদের আলাদা ধর্ম। তার ভিতরে শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম এছাড়াও আরো অনেক ধর্ম আছে। মানুষকে ভগবান মানাই এদের ধর্ম।

223 - 23:26 - যেমন ভারতবর্ষের যেকোন গ্রামের, যেকোন মূলনিবাসীর বাড়িতে গেলে তাদের প্রার্থনালয় দেখো। কি থাকে সেখানে? মহারাষ্ট্রে গেলে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান দেখতে পাবে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা ভগবানকে দেখতে পাবে। আর ছোট ছোট টুকরের চান্দি, যার উপরে কিছু লেখা থাকে, যাকে বলা হয় টাক। মহারাষ্ট্রে যাকে টাক বলে, তা সারা ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায়।

229 - 24:04 - আর এগুলো তাদের পূর্বজের নাম বা পূর্বপুরুষের নামে তৈরী করা হয়। যার অর্থ, তাদের কাছে যে সমস্ত পূর্বজ ভালো ছিল, তারা তাদের ভগবান। তাহলে বাপ-দাদাকে ভগবান মান্যতা দেওয়া একটা সংস্কৃতি। আর দ্বিতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে, যা কখনো ছিলো না, যা কখনো ঘটেনি, তার নাম নিয়ে, বাকি সব মানুষকে গোলাম বানানোর সংস্কৃতি।

233 - 24:29 - আর গোলাম বানানো দের ধর্ম, আর গোলামের ধর্ম এক হতে পারে না। তাহলে কোন ব্রাহ্মণ আর শূদ্রাতি শূদ্রের ধর্ম এক হতে পারে না। আর হিন্দু ধর্ম তো কোনো ভাবেই হতে পারে না।

235 - 24:42 - ব্রাহ্মণের ভিতরে কোন জাতি ব্যবস্থা নেই, আর বাকি মানুষের ধর্ম নেই। ব্রাহ্মণ এলাকা বা অঞ্চল ভিত্তিক পরিচয়ে পরিচিত হয়। অথবা গুরুর পরিচয়ে পরিচিত হয়। যেমন এলাকা ভিত্তিক ব্রাহ্মণের ভিতরে - ভারতের মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দেশস্থ ব্রাহ্মণ। ভারতের মহারাষ্ট্র সহ গোয়া, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের কর্হাদে ব্রাহ্মণ বা কারাদ ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল কোঙ্কনে বসবাসকারি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বা কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ। উত্তর ভারতের কান্যকুজ ব্রাহ্মণ, ভারতের উত্তরপ্রদেশের কনৌজ ব্রাহ্মণ বা কনৌজ ব্রাহ্মণ। কাশ্মীর কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। এ সবই এলাকা ভিত্তিক বা রিজিওনাল।

240 - 25:15 - আবার কে কতগুলো বেদ জানে তার ভিত্তিতে পরিচিত হয়। যেমন একবেদি, দ্বিবেদি, ত্রিবেদি হয়। চতুর্বেদি কম হয়। কারণ চতুর্বেদি হতে অথর্ববেদ জানতে হয়। এদের ভিতরে ত্রিবেদি বড়ো হয়। আর এই বেদ জানা ব্রাহ্মণের ভিতরে, রুটি আর বেটি দুটোরই গ্রহণযোগ্যতা আছে।

245 - 25:45 - তাহলে এদেরকে জাতি বলা যায় না। কারণ হিন্দু ধর্মে জাতি বলতে, এমন ব্যবস্থা যাদের সাথে, একই সাথে রুটির সম্পর্ক ও বেটির সম্পর্ক হয় না। যে ব্যবস্থায় একসাথে বসে খাওয়াও সম্ভব না। একসাথে পানি পান করতে পারবে না, বিবাহ করতে পারবে না। তাহলে ব্রাহ্মণের ভিতরে কোন জাতি নেই। আর ব্রাহ্মণের ভিতর এইগুলো হলো, এনক্লোজড কাস্ট।

249 - 26:13 - তারা বৈদিক, আর বাকি সব অবৈদিক। বাকি সব অবৈদিকদের শুধু জাতি ব্যবস্থা আছে, ধর্ম নেই। কেননা যে বৈদিক, তাদের জন্য বেদ ধর্মগ্রন্থ। আর যারা অবৈদিক, তাদের কোন ধর্ম নেই, কারণ তাদের কোন ধর্মগ্রন্থই নেই। তাদের একটা ভগবানও নেই।

252 - 26:35 - হিন্দুরা বুদ্ধকে জ্বরদখল করে তাদের ধর্মে ঢুকিয়েছে, কিন্তু তাকে ভগবান বলে মানে না। আবার বুদ্ধ ভগবানে বিশ্বাস করে না। জৈন ভগবানে বিশ্বাস করে না। লিঙ্গায়েত ভগবানে বিশ্বাস করে না। চার্বাক ভগবানে বিশ্বাস করে না। তাহলে ব্রাহ্মণবাদীদের দাবি অনুসারে, তারা হিন্দু হলে তাদের ভগবানও নেই, কোন ধর্মগ্রন্থও নেই।

254 - 26:45 - যাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তারা, আর যাদের ধর্মগ্রন্থ নেই তারা, সবাই একই হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিভাবে হওয়া সম্ভব? এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না। প্রথম দিকে যখন বৈদিকেরা বা আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন তাদের সাথে স্ত্রী বা মহিলা থাকতো না। আর থাকলেও সংখ্যা অনেক কম থাকতো। কারণ ভারতবর্ষে এসে অবস্থান করতো। আর কাউকে নৃশংস ভাবে লুট করে দ্রুত সরে পড়ার জন্য সাথে স্ত্রী বা মহিলা ও বাচ্চা থাকলে সমস্যা।

259 - 27:15 - তো তারা এখানকার শূদ্রাতি শূদ্রদের স্ত্রী, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ব্যাভিচার ও পরে ধীরে ধীরে, শূদ্রাতি শূদ্রদের স্ত্রী, মহিলাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। যাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তারা, আর যাদের ধর্মগ্রন্থ নেই তারা, সবাই একই হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিভাবে হওয়া সম্ভব? এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাদের স্থান তো শূদ্রের দিয়েছে, আর এই কারণে বৈদিক ধর্ম অনুসারে স্ত্রী বা মহিলা শূদ্র।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

261 - 27:26 - বৈদিক ধর্ম অনুসারে তাদের যজ্ঞ করার অধিকার নেই। এখন অনেকে বলবে মহিলাদের অমুক ধর্মে তো এই অধিকার নেই। তমুক ধর্মে তো সেই অধিকার নেই। যজ্ঞ একটি ধর্মীয় ক্রিয়ার অংশ। আর শূদ্রের স্ত্রী, মহিলারা তাদের সাথে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে। ভারতীয় মূলনিবাসীদের কিছু জিনিস, যেমন কুমকুম তিলক।

263 - 27:39 - সারা পৃথিবীতে বৈদিক বা আর্যের বসবাস আছে। যেমন জার্মানিতে আর্য জাতির বসবাস আছে (জার্মানির ছান্দে মনুর বংশজ)। এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৈবস্বত মনুর বংশজ, কিছু সবর্ণী মনুর বংশজ। চোদ্দ প্রকারের মনু ছিল। তাহলে বৈদিক বা আর্যের চোদ্দ ভাগ হয়েছিল।

265 - 27:51 - আর সারা বিশ্বের অন্য যেসব জায়গায় বৈদিক বা আর্য আছে, সেই সব জায়গায় কুমকুমের ব্যবহার নেই। শুধু মাত্র ভারতবর্ষেই কুমকুমের ব্যবহার আছে। কারণ কুমকুম ভারতবর্ষের মূলনিবাসীদের চিহ্ন।

267 - 28:04 - এ ছাড়াও তারা তাদের সাথে, গাছ-পালাকে পূজা করা, পশু-পাখিকে পূজা করা, জমি বা ক্ষেতের পূজা করা, ফসলের পূজা করা মতো অনেক ধরণের ব্রত নিয়ে গিয়েছে। আর এইসব মহিলাদের কাছ থেকে শিখে, কিছু বৈদিকও ব্রত করা শুরু করে। তো আর সব বৈদিকেরা সিদ্ধান্ত নেয়, যারা ব্রত করে তারা ভালো বৈদিক না। তাদেরকে ধর্ম থেকে বের করে দেওয়া হতো। আর এখন থেকেই এসেছে আরিয়া ব্রত।

272 - 28:39 - আর যে ব্রত করে সে বৈদিক না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৈদিকদের যজ্ঞ কমে যায়, এবং বৈদিকদের ব্রত করা ছাড়া খাওয়া পরা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা প্রচার করা শুরু করে ব্রত তো আমাদের ধর্ম। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, কোন ব্রাহ্মণের; কোন মন্দিরে যেয়ে পূজা করার কোন ধর্মীয় ভাবে প্রদত্ত কোন অধিকার নেই।

275 - 28:59 - এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমাদের সবার এই কথাটা মাথায় রাখা উচিত। কারণ বৈদিকদের যে ধর্ম তা যজ্ঞ করার ধর্ম। বৈদিকের ধর্মগ্রন্থ গীতা অনুসারে, কর্মের কথা বলা হয়েছে, আর যজ্ঞ তাদের কর্ম। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছে, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ - (গীতা অধ্যায় - ৪, শ্লোক - ১৩)। এখানে কর্ম বলতে অন্য কোন কাজকে বোঝানো হয়নি, এখানে কর্ম বলতে যজ্ঞই কর্মকেই বুঝিয়েছে।

280 - 29:31 - তাহলে যারা যজ্ঞ করে, তাদের জন্য মূর্তি পূজা নয়। আর যারা মূর্তি পূজা করে তারা অগ্নিক না। তাহলে ব্রাহ্মণ যদি বৈদিক ও যজ্ঞকরি হয়; এবং বেদকে মানে, তাহলে তাদের মূর্তি পূজা করার কোন অধিকার নেই। এখন সবাই বলেবে, সব জায়গায় তো মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণই হয়ে থাকে। এর জন্যই বলেছি, প্রশ্ন ওঠানো শুরু করতে।

285 - 30:00 - অন্ধপ্রদেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওখানকার এক অচ্ছুং জাতি (ব্রাহ্মণদের মতানুসারে অচ্ছুং জাতি। আদতে সব মানুষ তো এক, সমান।), এক দেবীর মন্দির তৈরী করে। সেই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখনকার সময় প্রায় পাঁচ লক্ষ ভারতীয় রুপি দিয়ে, কাশ্মীর থেকে ব্রাহ্মণ এনে, সেই পূজা করেছিল। এর পর তথাকথিত ওই অচ্ছুং জাতির কিছু মানুষ, অন্ধপ্রদেশের কোর্টে মামলা করে দেয়।

290 - 30:36 - আর মামলার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে, কোন ব্রাহ্মণের, কোন দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করার অধিকার নেই। শুরুর দিকেই ব্রাহ্মণ বৈদিকেরা, ভারতীয় মূলনিবাসী পূজারী জাতি ছিল, তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। যেমন শিবের পূজা করে, এমন দুই জাতি আছে। শিব পূজা জঙ্গম বা জঙ্গমারু করে, আর [গুরহ(গ্রহ - Groho জাতি)] করে।

295 - 31:09 - তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। আর যারা দেবীর পূজা করতো, তাদের ভিতর ভুতে ছিল, আর গোণ্ডি (Gondi) বা গোঁড় বা গোণ্ড জাতি (মাতঙ্গ সমাজ)। অথবা তথাকথিত অচ্ছুং ছিল। যেমন রেণুকা বা রেনুগা বা রেনুমাতা বা রেণুকা কচ্ছপের পূজা করা, তাদেরকে রেনু রাই গোণ্ডি বা রেনু গোণ্ডি বলা হতো। এছাড়াও মাতঙ্গ সমাজ আছে, মহার সমাজ আছে।

299 - 31:35 - আবার মারাঠারা যারা তুলজা ভবানীর পূজাকে কদম বলে, আর তাদেরকে কদম রাই গোণ্ডি বলে। ভোসলে যে শিবাজী রাজ্য ছিল তারাও গোণ্ডি ছিল, কদম রাই গোণ্ডি ছিল। ভৈরব নাথের পূজা করতো মারাঠা কোকাটে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পুরো ভারতের সব মন্দিরে, ভারতীয় মূলনিবাসী, দলিত বহুজন সমাজের একটা অবস্থা ছিল। যা আজ লুটেরা, ঠগাতি, বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণ আতঙ্কি ধর্মের নাম ধোকা দিয়ে, চক্রান্ত করে, মূলনিবাসীদের ধর্মের ধাঁধায় ফেলে হাতিয়ে নিয়েছে। আর এখানকার মূলনিবাসীদের দিয়েছে ধর্মের নামে আজীবনের গোলামিত্ব। বংশপরম্পরায় যুগের পর যুগ গোলাম বানানোর ব্যাবস্থা।

|-----|End Topic|-----|

-

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1